বা

সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা।

(বিস্তৃত পূজা ও রেবাখণ্ডোক্ত সংস্কৃত কথা,
সম্বলিত ভাবাবলম্বনে)

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত কর্ত্তৃক

(বঙ্গভাষায়)

প্রণীত।

—:*:—

আড়ংপাড়া (খুলনা)

সন ১৩২৪ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
আড়ংপাড়া।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র
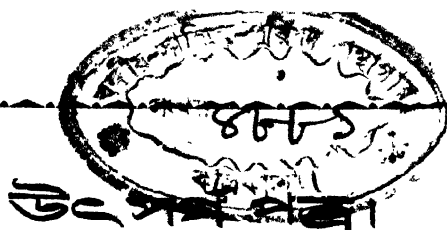
জেলা নদীয়ার অন্তর্গত

মহকুমা

রাণাঘাট নিবাসী

জমিদার

৺ বাবু গোপেশ্বর পাল চৌধুরী

মহোদয়ের

স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ

এই পুস্তক

তাঁহার পবিত্র নামে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

ভূমিকা।

ভগবান্ সত্য-নারায়ণের মাহাত্ম্য সনাতনার্য্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রত্যক্ষীভূত। সংপ্রতি কতশত দুঃস্থ লোক সংসার-তাপে তাপিত হইয়া ৺ সত্য-নারায়ণের পূজা দিয়া দুঃখ দারিদ্র্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে দেখা গিয়াছে। তাই বঙ্গের প্রতি গৃহে নানা শ্রেণীর লোক মধ্যে সত্য-নারায়ণের পূজা পরিদৃষ্ট হয়। এই পূজার বিধি ব্যবস্থা স্কন্দ পুরাণীয় রেবাখণ্ডে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা ছিল না তজ্জন্য সংস্কৃতভাষার মাধুর্য্য সকলে অনুভব করিতে পারিতেন না। তৎকালে মূল সংস্কৃতের ভাব লইয়া নানা লোকে নানা ভাবে সত্য-নারায়ণের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত বাঙ্গালা পদ্যে রচিত কথা অদ্যাপি নানাস্থানে পঠিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থকার সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইনি সেই সমং পূর্ব্বতন রচয়িতার পন্থা অনুসরণ করিয়া কেবল মাত্র মূল গ্রন্থে ভাব লইয়া নানা ছন্দে সত্যপথ বা সত্য-নারায়ণের ব্রত নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার শোক-সন্তপ্ত, যদি সত দেবতার মহিমা বর্ণনা করিয়া সেই শোকের কুঠারাঘাত হইতে রক্ষা পান, তবে তিনি শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ব্রহ্মার একটী নাম সত্য, ইহা বেদান্তে উক্ত হইয়াছে, সেই সত্য স্বরূপ নারায়ণের কলির মহিমা স্বল্পায়ুঃ আধি-ব্যাধি গ্রস্ত মানব বিস্মৃত না হয় তাই এই ভাবে সত্য প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমার

বিশ্বাস গ্রন্থকার সেই শান্তির পরম নিকেতনে আনন্দ স্বরূপ নারায়ণের চরিত্র বর্ণনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই শরীরিণী শান্তি বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই গ্রন্থকারের বাসনা। সাধারণের পাঠযোগ্য করার নিমিত্ত কতকগুলি বর্ণনা বিস্তৃত হইয়াছে; তথাপি ইহাতে গ্রন্থকারের ধর্ম্মভাব ও কবিত্ব-কৌশল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য মূল সংস্কৃত কথা ও পূজা ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীগণ এই গ্রন্থের প্রতি সমাদর করুন ইহাই বাঞ্ছনীয়। ইতি

৫নং গোয়াবাগান,
কলিকাতা।

নিবেদক—
শ্রীঅক্ষয়কুমার শর্ম্ম শাস্ত্রী।

সত্য-পথ।

(পূজা পদ্ধতি।)

সন্ধ্যা সময়ে সায়ংকৃত্য, আচমন ও স্বস্তিবাচন সমাপনান্তে কুশীতে তিল তুলসী ত্রিপত্র ও জল লইয়া উত্তর মুখ হইয়া নিম্ন লিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে যথা—

বিষ্ণু রোঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তি সৌভাগ্য বর্দ্ধন মনোগতাভীষ্টসিদ্ধি পূর্ব্বক শ্রীসত্য দেবস্য প্রসাদ লাভার্থং স্কন্দ পুরাণীয় রেবাখণ্ডোক্ত সত্যদেব যথাবিধি পূজন কথা শ্রবণঞ্চাহং করিষ্যে।

পরে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, জল-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস ও করঙ্গন্যাস করিয়া সত্যনারায়ণ দেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। ধ্যান যথাস্থানে কথিত আছে। সেইরূপ ধ্যানান্তে গন্ধপুষ্পযোগে পীঠার্চ্চনা করিবে, যথা—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃত্যৈ কমঠায়, জ্ঞানায়, কূর্ম্মায়, ক্ষার –সমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, দেবতাভ্য, কল্পদ্রুমায় মণিমণ্ডপায়। পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে পুষ্পটী পূজাধারে দিয়া শ্রীভগবৎ সত্যনারায়ণ দেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ। আগচ্ছ ভগবন্ দেব সর্ব্বকামফলপ্রদ। মৎ পূজন সুসিদ্ধার্থং সান্নিধ্যেমিহ কল্পয়। এইরূপে আহ্বান করত ষোড়শোপ চারে (অসক্ত হইলে পঞ্চোপচারে) ওঁ সত্য নারায়ণায় মন্ত্রে পূজা করিবে।

পরে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—ওঁ সপাদং গোধূমচূর্ণং দুগ্ধ রম্ভাদি শর্করম্। সম্বৈতে কী-কৃতং সর্ব্বং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো॥ এত গোধূম চূর্ণ দুগ্ধ রম্ভা শর্করাদো কীকৃতং নৈবেদ্যং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ॥ পরে বামকরে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক দক্ষিণ করের কনিষ্ঠা ও অনামিকাযোগে "প্রাণায় স্বাহা" তর্জ্জনী মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানায় স্বাহা মধ্যমা অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'সমানায় স্বাহা' তর্জ্জনী মধ্যমা অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে "উদানায় স্বাহা" অঙ্গুলি পঞ্চক-যোগে "ব্যানায় স্বাহা" বলিতে হয়। পানার্থোদক পুনরাচমনীয় তাম্বূল ইত্যাদি দিয়া যথাশক্তি জপান্তে "গুহ্যাতি" ইত্যাদি মন্ত্রে জল নিক্ষেপ পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া জপ শেষ করিবে, তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে হয়। যানি যানিচ পাপানি সর্ব্বকাল কৃতানিচ। তানিতানি বিনশ্যন্ত প্রদক্ষিণং পদে পদে।

পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্তবপাঠ করিবে। যথা—যন্ময়া ভক্তি যোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্ গৃহাণানু-কম্পয়া। তদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন!
যৎ পূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তুবৈ।
অমোঘং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্য সূদনম্।
হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্।
সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্।
জনার্দ্দনং জনানন্দং জানকী জীবনং হরিম্।
প্রণমামি সদা ভক্ত্যা নারায়ণং নিরঞ্জনম্।

দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুণা পরিপীড়িতে।
নিস্তার ভূম সর্ব্বেষু তথা নিষ্ঠ ভয়েষুচ।
নামান্যে তানি সংকীর্ত্ত্য ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ।
সত্য নারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং প্রভুম্।
লীলয়া বিততং বিশ্বং যেনতস্মৈ নমোনমঃ।

পরে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক কথা শ্রবণ করিবে।

রেবাখণ্ড।

যথা—

ব্রত কথা—

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ॥

ঋষয় উবাচ।

ব্রতেন তপসা বাপি প্রাপ্যতে বাঞ্ছিতং ফলম্।
সর্ব্বেষাং প্রষ্টু মিচ্ছামি কথয়স্বমহামুণে॥

শ্রীশুক্র উবাচ।

নারদে নৈব মুক্তঃ স ভগবান্ কমলাপতিঃ।
সুরর্ষয়ো যথা প্রাহুস্তৎ শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ॥
একদা নারদো যোগী নরানুগ্রহ কাম্যায়া।
পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্ মার্ত্ত্যলোকমুপাগতঃ॥
তত্র দৃষ্টা জনাঃ সর্ব্বে নানাদুঃখ সমন্বিতাঃ।
নানাযোনী সমুৎপন্নাঃ ক্লিশ্যন্তে পাপ কর্ম্মভিঃ॥
কেনো পায়েন চৈতেষাং দুঃখনাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বিষ্ণুলোকং গতস্তদা॥

তত্র নারায়ণং দেবং শুক্লবর্ণং চতুর্ভুজম্।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা বিভূষিতম্॥
দৃষ্ট্বা তং দেব দেবেশং বক্তুং সমুপচক্রমে॥

নারদ উবাচ।—

ওঁ নমস্তে বাঙ্মনোঽতীত রূপায়ানন্ত শক্তয়ে।
আদি মধ্যান্ত হীনায় নির্গুণায় গুণাত্মনে॥
সর্ব্বেষা মাদি ভূতায় ভক্তানামার্ত্তি নাশিনে।
শ্রুত্বা স্তোত্রং ততো বিষ্ণুর্নারদং প্রত্যভাবত॥

শ্রীভগবানুবাচ।—

কিমর্থমাগতোঽসি ত্বং কিংতে মনসি বর্ত্ততে।
কথয়স্ব মহাভাগ তৎসর্ব্বং মমচাগ্রতঃ॥

নারদ উবাচ।—

মর্ত্তলোকে জনাঃ সর্ব্বে নানাক্লেশ সমন্বিতাঃ।
নানা যানি সমুৎপন্নাঃ পচ্যন্তে পাপ কর্ম্মভিঃ॥
তৎসর্ব্বং শময়েন্নাথ লঘু পায়েন তদ্বদ।
শ্রোতু মিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং কৃপাস্তি যদিতে ময়ি॥

শ্রীভগবানুবাচ।—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস লোকানুগ্রহ কাম্যয়া।
যৎ কৃত্বা মুচ্যতে মোহাৎ তৎ শৃণুষ্ব বদামিতে।
ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গে ভুবি সুদুর্লভম্।
তব স্নেহান্ময়া বিপ্র প্রকাশং ক্রিয়তেঽধুনা॥
সত্যনারায়ণ স্যৈব তদ্ব্রতং সম্যক বিধানতঃ।
কৃত্বানরঃ সুখং ভুক্ত্বা পরে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্ বাক্যং নারদ পুনঃ নরব্রবীৎ॥

নারদ উবাচ।

কিং ফলং কিং বিধানঞ্চ কৃতং বা কেন তদ্‌ব্রতম্
তৎ সর্ব্বং বিস্তরাৎ ব্রূহি কদাকার্য্যং ব্রতংহিতৎ।

শ্রীভগবান উবাচ।—

দুঃখ শোকাদি শমনং ধনধান্য বিবর্দ্ধনম্।
সৌভাগ্য সন্ততি করং সর্ব্বত্র বিজয় প্রদম্॥
যস্মিন কস্মিন দিনে মর্ত্ত্যো ভক্তি শ্রদ্ধা সমন্বিতঃ।
সত্য নারায়ণং দেবং যজেত্তুষ্টো নিশামুখে।
বান্ধবৈ র্বান্ধবৈশ্চৈব সাহিতো ধর্ম্ম তৎপরঃ।
নৈবেদ্যং ভক্তিতো দদ্যাৎ সপাদং ভক্ষ্যমুত্তমম্॥
রম্ভাফলং ঘৃতং ক্ষীরং গোধূমস্য চ চূর্ণকম্।
অভাবে শালী চর্ণং বা শর্করাং বা গুড়ং তথা॥
সপাদং সর্ব্ব ভক্ষ্যাণি একীকৃত্য নিবেদয়েৎ।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ কথাং শ্রুত্বা জনৈঃ সহ
ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বিপ্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন।
প্রসাদং ভক্ষয়েদ্ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিকং চরেৎ॥
ততঃস্তত্বা গৃহং গচ্ছেৎ সত্যনারায়ণং স্মরণ।
এবং কৃতে মনুষ্যাণাং বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে নান্যোপায়োহস্তি ভূতলে॥
কথামস্য প্রবক্ষ্যামি কৃত কৃত্যো ভবেদ্ দ্বিজ।
কশ্চিৎ কাশীপুরে গ্রামে আসীদ্বিপ্রশ্চ নির্ধনঃ।
ক্ষুতৃষ্ণা ব্যাকুলো ভূত্বা সততং ভ্রমতে মহীম্।
দুঃখীতং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ভগবান ব্রাহ্মণ প্রিয়ঃ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপেণ-পপ্রচ্ছ দ্বিজমাদরাৎ॥

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উবাচ।—

কিমর্থং ভ্রমতে বিপ্র মহীং কৃৎস্নাং সুদুঃখিতঃ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং যদিরোচতে।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সত্য নারায়ণো বিষ্ণুর্ব্বাঞ্ছিতার্থ ফল প্রদঃ।
তস্য ত্বং দ্বিজ শার্দ্দুল কুরুষ্ব ব্রত মুত্তমম্॥
যৎ কৃত্বা সর্ব্ব দুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ।
শ্রীভগবানুবাচ।—বিধানঞ্চ ব্রতস্যাস্য বিপ্রায়া ভাষ্য যত্নতঃ।
সত্য নারায়ণো বৃদ্ধস্তত্রৈবান্তর ধীয়ত॥
ততোঽসৌ মনসা বিপ্রশ্চিন্তয়ামাস ঈশ্বরম্।
ব্রত নারায়ণে নোক্তং বিদিত্বা মন্দিরং যযৌ॥
ততোঽহং তৎ করিষ্যামি ব্রতং মনসি নিশ্চিতম্।
ইতি নিশ্চিত্য বিপ্রোঽসৌ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্॥
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় সত্য নারায়ণ ব্রতম্।
করিষ্যেঽহঞ্চ সঙ্কল্প্য ভিক্ষার্থ মগম দ্বিজঃ॥
তস্মিন্নেব দিনে বিপ্রঃ প্রচুরং দ্রব্যমাপ্তবান্।
তেনৈব বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং সত্যস্য ব্রতমাচরণ্।
সর্ব্ব দুঃখ বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্ব সম্পৎ সমন্বিতঃ।
বভুব স দ্বিজ শ্রেষ্ঠো ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ।
ততঃ প্রভৃতি কালঞ্চ মাসি মাসি ব্রতং কৃতম্।
এবং নারায়ণা দেতদ্ব্রতং জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমঃ॥
সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্তো দুর্ল্লভং মোক্ষমাপ্তবান্।
ব্রতমে তদ্ যদা বিপ্র পৃথিব্যাং সঞ্চরিষ্যতে॥
তদৈব সর্ব্ব দুঃখং হি মানবানাং বিনশ্যতি॥

স্থত উবাচ।—

এবং নারায়ণে নোক্তং নারদায় মহাত্মনে।
ময়াপি কথিতং বিপ্রাঃ কিমন্যৎ কথয়ামিবঃ॥

ঋষয় উচুঃ।—

তস্মাদ্ বিপ্রাচ্চ ব্রতং কেন পৃথিব্যাং চরিতং মুনে।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামঃ শ্রদ্ধাস্মাকং প্রজায়তে॥

স্থত উবাচ।—

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে তস্মাদ্ যেন কৃতং ভুবি।
একদা স দ্বিজবরো যথা বিভব বিস্তরৈঃ॥
বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ব্রতং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে কালে কাষ্ঠকেতুঃ সমাগতঃ॥
বহিঃ কাষ্ঠঞ্চ সংস্থাপ্য বিপ্রস্য মন্দিরং যযৌ।
তৃষ্ণয়া পীড়িতো ভূত্বা বিপ্রং দৃষ্ট্বা তথা বিধম্॥
প্রণিপত্য দ্বিজং প্রাহ কিমিদং ক্রিয়তে ত্বয়া।
কৃতে কিং ফলমাপ্নোতি বিস্তরাদ্বদমে প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।—

সত্য নারায়ণ স্যেদং ব্রতং সর্ব্বোপ্সিত প্রদম্।
দুঃখ দারিদ্র্য-শমনং পুত্রপৌত্র বিবর্দ্ধনম্॥
তস্য প্রসাদান্মে সর্ব্বং ধনধান্যাদিকং মহৎ।
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কাষ্ঠ হর্ত্তাতিহর্ষিতঃ॥
পাপৌ জলং প্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা তন্নগরং যযৌ।
সত্য নারায়ণং দেবং চিন্তয়ন্ স্থির মানসঃ॥
কাষ্ঠং বিক্রীয় নগরে প্রাপ্স্যামি চাস্য যদ্ধনম্।
তেনৈব সত্য দেবস্য করিষ্যে ব্রত মুত্তমম্॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কাষ্ঠং কৃত্বাতু মস্তকে।
জগাম নগরং রম্যং ধনিনাং যত্র সংস্থিতিঃ।
তদ্দিনে কাষ্ঠমূল্যঞ্চ দ্বিগুণং প্রাপ্তবানসৌ।
ততঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ সুপক্কং কদলীফলম্।
শর্করাং ঘৃতদুগ্ধঞ্চ গোধূমস্য চ চূর্ণকম্।
প্রত্যেকস্তু সপাদঞ্চ গৃহীত্বা স্বপুরং যযৌ।
ততো বন্ধূন্ সমাহূয় চকার বিধিনা ব্রতম।
তদ্ ব্রতস্য প্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽভবৎ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ।
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মনিপুঙ্গবাঃ॥

সূত উবাচ।—

আসীদুল্কামুখো নাম নৃপতির্বলিনাং বরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী যযৌ দেবালয়ং প্রতি॥
দিনে দিনে ধনং দত্ত্বা দ্বিজং সন্তোষয়েৎ সুধীঃ।
তস্য ভার্য্যা প্রমুগ্ধা চ সরোজবদনা সতী॥
ভদ্রশীলা ব্রতং সত্যং সিন্ধুতীরেঽকরোন্মুনে।
এতস্মিন্নেব সময়ে সাধুরেকঃ সমাগতঃ॥
বাণিজ্যার্থং বহুবিধৈ রত্নাদ্যৈঃ পরিপূরিতাম্।
নাবং সংস্থাপ্য তত্তীরে জগাম তত্তটং প্রতি।
দৃষ্ট্বা তত্র ব্রতং সম্যক্ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ।

সাধুরুবাচ।—

কিমিদং ক্রিয়তে রাজন্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
প্রকাশং কুরু তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥

রাজোবাচ।—

পূজনং ক্রিয়তে সাধো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
ব্রতঞ্চ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পুত্রাদি প্রাপ্তয়ে মুদা॥
প্রত্যুবাচ ততো নত্বা রাজানং সাদরং বচঃ।
সাঙ্গং কথয় মে রাজন্ ব্রতমেতৎ করোম্যহম্।
মমাপি—সন্ততির্নাস্তি এতস্মাদ্ভবিতাধ্রুবম্।
ততঃ শ্রুত্বা চ বিধানং রাজ্ঞো বৈ সাধুরুত্তমঃ॥
বিনিবৃত্য চ বাণিজ্যাৎ সানন্দং গৃহমাযযৌ।
কিয়দ্দিনে তস্য ভার্য্যাভবদ্ গর্ব্ভবতী সতী।
গর্ভযুক্তানন্দ চিত্তা ভবদ্ধর্ম্মপরায়ণা।
পূর্ণে গর্ব্ভে ততো জাতা বালিকা চাতিসুন্দরী।
দিনে দিনে বর্দ্ধমানা শুক্লপক্ষে যথা শশী॥
ততো বণিক্ সুতায়াশ্চ জাতকাদীন্ সমাপ্য চ।
নাম্না কলাবতী চেতি তন্নাম করণং কৃতম্॥
ততো লীলাবতী প্রাহ স্বামিনং মধুরং বচঃ।
ন করোষি কিমর্থং বা পুরা যচ্চ প্রতিশ্রুতম্॥

সাধুরুবাচ।—

বিবাহ সময়েঽপ্যস্যাঃ করিষ্যামি ব্রতং প্রিয়ে।
ইতি ভার্য্যাং সমাশ্বাস্য জগাম তত্তটং প্রতি॥
ততঃ কলাবতী কন্যা বর্দ্ধিতা পিতৃবেশ্মানি।
দৃষ্ট্বা কন্যাং ততঃ সাধুর্নগরে বন্ধুভিঃ সহ।
মন্ত্রয়িত্বা দ্রুতং দূতং প্রেষয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
বিবাহার্থাঞ্চ কন্যায়া বরং শ্রেষ্ঠং বিচারয়ন্॥

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ সোঽসৌ কাঞ্চনং নগরং যযৌ।
তস্মাদেকং বণিকপুত্রং সমাদায়াগতোহি সঃ॥

দৃষ্ট্বা তু সুন্দরং বালং বণিক্‌পুত্রং গুণান্বিতম্।
জ্ঞাতিভির্বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পরিতুষ্টেন চেতসা।
দত্তবান্ সাধুপুত্রায় কন্যাং বিধি বিধানতঃ।
ততোঽভাগ্যবশাত্তেন বিস্মৃতং ব্রতমুত্তমম্॥

বিবাহসময়েঽপাস্যাস্তেন রুষ্টোঽভবদ্বিভুঃ।
ততঃ কালেন কিয়তা নিজ ধর্ম্ম বিশারদ॥

বাণিজ্যার্থং গতঃ শীঘ্রং জামাত্রা সহিতো বণিক্।
পুরীং নির্ম্মায় নগরে চন্দ্রকেতোনৃপস্য চ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ।
ভ্রষ্টপ্রতিজ্ঞমালোক্য শাপং তস্মৈ প্রদত্তবান্॥

অস্যারভ্য কিয়ৎকালং দুঃখস্তেঽত্র ভবিষ্যতি।
তস্মিন্নেব দিনেরাজ্ঞো ধনমাদায় তস্করঃ।
তেনৈব বর্ত্মনায়াতঃ পৃষ্ঠদেশং বিলোকয়ন্॥

তৎপশ্চাৎ ধাবতো দূতান্ দৃষ্ট্বা ভীতেন চেতসা।
ধনং সংস্থাপ্য তত্রৈব গতঃ শীঘ্রমলক্ষিতঃ।
ততো দূতাঃ সমায়াতা যত্রাস্তি সজ্জনৌ বণিক্।
দৃষ্ট্বাভূপ-ধনং তত্র বদ্ধাদূতা বণিক্‌সুতৌ॥

হর্ষযুক্তা-ধাবমানা উচুর্নৃপ সমীপতঃ।
তস্করৌ দ্বৌ-সমানীতৌ বিলোক্যা জ্ঞাপয় প্রভো।
তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং দৃঢ়ং বদ্ধা তু তাবুভৌ।
স্থাপিতৌ দ্বৌ মহাদুর্গে কারাগারে বিচারতঃ॥

স্থত উবাচ ;—

মায়য়া সত্যদেবস্য ন শ্রুতঞ্চ তয়োবচঃ।
ততস্তয়োধনং যচ্চ গৃহীতং চন্দ্রকেতুনা।
তচ্ছাপাচ্চ তয়োর্গেহে ভার্য্যাপি দুঃখিতাভবৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং গেহে যচ্চ স্থিতং ধনম্।
আধিব্যাধি সমাযুক্তা ক্ষুৎপিপাসা প্রপীড়িতা।
অন্নচিন্তা পরাভূত্বা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে॥
তথা কলাবতী কন্যা ভ্রমতে প্রতিবাসরম্।
একদা সা তু ভবনাৎ ক্ষুধার্ত্তা দ্বিজমন্দিরম্॥
গতাপশ্যদ্ ব্রতং তত্র সত্যনারায়ণস্য চ।
উপবিশ্য কথাং শ্রুত্বা বরং সম্প্রার্থ্য বাঞ্ছিতম্।
প্রসাদ ভক্ষণং কৃত্বা যযৌ রাত্রৌ গৃহং প্রতি।
ততো লীলাবতী কন্যাং ভর্ৎসয়ামাস তাং ভৃশম্।
পুত্রি রাত্রৌ স্থিতা কুত্র কিন্তে মনসি বর্ত্ততে॥

কলাবত্যুবাচ।—

দ্বিজালয়ে ব্রতং মাতর্দৃষ্টং বাঞ্ছিতসিদ্ধিদম্।
তচ্ছ্রুত্বা কন্যকা বাক্যং ব্রতং কর্ত্তুং সমুদ্যতা॥
সমুতা সা বণিক্ভার্য্যা সত্যনারায়ণস্য চ।
ব্রতং চক্রে চ বৈ সাধ্বী বন্ধুভিঃ স্বজনৈঃ সহ॥
ভর্ত্তৃজামাতরৌ ক্ষিপ্রমাগচ্ছেতাং মমাশ্রমম্।
ইতি দেবং বরং যাচে সত্যদেবং পুনঃ পুনঃ॥
অপরাধস্তু ভর্ত্তুর্মে জামাতুঃ ক্ষন্তুমর্হসি।
ব্রতেন তস্যাস্তুষ্টোহসৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ।

দর্শয়ামাস স্বপ্নং হি চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্।
দেয়ং ধনঞ্চ তৎ সর্ব্বং বিধিনা দ্বিগুণীকৃতম্।
নো চেৎ ত্বাং নাশয়িষ্যামি সরাজ্য-ধন-পুত্রকম্।
এব মা ভাষ্য রাজানং ধ্যানগম্যোঽভবৎ প্রভুঃ॥
ততঃ প্রভাত সময়ে রাজা চ স্বজনৈঃ সহ।
উপবিশ্য সভামধ্যে প্রাহ দূত জনং প্রতি।
বদ্ধৌ মহাজনৌ ক্ষিপ্রমানয় স্বান্তিকং মম।
ততো দূতা দ্রুতং গত্বা সমানিন্যুর্ব্বণিকসুতৌ।
তৌ চ নত্বা বণিক্-পুত্রৌ-চন্দ্রকেতুং নৃপোত্তমম্।
স্মৃত্বা চ পূর্ব্ববৃত্তান্তং বিস্ময়াদ্ভয়বিহ্বলৌ॥
রাজা বণিক্সুতৌ বীক্ষ্য প্রোবাচ সাদরং বচঃ।
দৈবাৎ প্রাপ্তং মহৎ কষ্টমিদানীং নাস্তি তদ্ভয়ম্॥
ইদানীমেব মুক্তস্ত্বং ক্ষুরকর্ম্মাদিকং চর।
ততো নৃপবর শ্রীমান্ স্বর্ণরত্নবিভূষণৈঃ।
অলঙ্কৃত্য বণিক্পুত্রৌ বচসা-প্রীণয়দ্ ভৃশম্।
পুরানীতঞ্চ যদ্দ্রব্যং দ্বিগুণীকৃত্য দত্তবান্।
প্রোবাচ তৌ ততো রাজা গচ্ছ সাধোনিজাশ্রমম্।
সাধুশ্চ প্রহৃষ্টা তন্মাহর্ষ গদ্গদমানসঃ।
রাজানং প্রণিপত্যাহ গন্তব্যং ত্বৎ প্রসাদতঃ।
যাত্রাং কৃত্বা ততঃ সাধুর্ম্মঙ্গলাচারপূর্ব্বকম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সহর্ষো নগরং যযৌ।
কিয়দ্দূরে গতে সাধৌ সত্যনারায়ণঃ প্রভুঃ॥
জিজ্ঞাসাং কৃতবান্ সাধো কিমস্তি তব্রণৌ তব।
ততো মহাজনো মত্তো হেলয়া চ প্রোবাচহ॥

কথং পৃচ্ছসি ভো দণ্ডিন্ মুদ্রাং কিং লব্ধুমিচ্ছসি।
লতাপত্রাদি কঞ্চৈব বর্ত্ততে তরণৌ মম॥
নিষ্ঠুরঞ্চ বচঃ শ্রুত্বা সত্যং ভবতু তে বচঃ।
এবমুক্ত্বা গতঃ শীঘ্রং দণ্ডী তস্য সমীপতঃ।
কিয়দ্দূরে ততো গত্বা স্থিতঃ সিন্ধু সমীপতঃ।
গতে দণ্ডিনি সাধুশ্চ কৃতনিত্যক্রিয়স্তদা॥
উত্থিত্বা তরণীং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং.পরমং যযৌ॥
লতাপত্রাদিকং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতোহপতদ্ভুবি।
লব্ধসংজ্ঞো বণিক্‌পুত্রস্ততশ্চিন্তা পরোঽভবৎ॥
শ্বশুরং দুহিতুঃ কান্তো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।

জামাতোবাচ।

কিমর্থং কুরুতে শোকং শাপাদে তচ্চ দণ্ডিনঃ।
শক্যতে তেন সর্ব্বং হি কর্ত্তুং হর্ত্তুং ন সংশয়ঃ॥
ততস্তচ্ছরণং যামো বাঞ্ছিতার্থো ভবিষ্যতি।
জামাতুশ্চ বচঃ শ্রুত্বা তৎসকাশং গতস্তদা।
দৃষ্ট্বাচ দণ্ডিনং ভক্ত্যা নত্বা প্রোবাচ সত্বরম্॥
ক্ষমস্ব চাপরাধং মে যদুক্তং তব সন্নিধৌ।
ময়া দুরাত্মনা দেবমুগ্ধোঽহং তব মায়য়া॥
যদুক্তং তদ্বচো নাথ দুষ্টঃ মে ক্ষন্তুমর্হসি।
যতঃ পরা কৃতাঃ সর্ব্বে ক্ষমাসারা হি সাধবঃ।
পুনঃ পুনস্ততো নত্বা রুরোদ শোকবিহ্বলঃ।
তমুবাচ ততো দণ্ডী বিলপন্তং বিলোক্য চ।
মা রোদীঃ শৃণু মে বাক্যং ভূত্বা পূজা পরাঙ্মুখঃ॥

মামবজ্ঞায় দুর্ব্বুদ্ধে লব্ধং দুঃখং মুহুর্মুহুঃ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং স্তুতিং কর্ত্তুংসমুদ্যতঃ॥

সাধুরুবাচ।

ত্বন্মায়া মোহিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রি দিবৌকসঃ।
ন জানন্তি গুণং রূপং তবাশ্চর্য্যমিদং প্রভো॥
মূঢ়োঽহং ত্বাং কথং জানে মোহিতস্তবমায়য়া।
প্রসীদ পূজয়িষ্যামি যথা বিভববিস্তরৈঃ॥
পুত্রং বিত্তঞ্চ মচ্চিত্তং পাহি মাং শরণাগতম্।
শ্রুত্বা ভক্তিযুতং বাক্যং পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
বরঞ্চ বাঞ্ছিতং দত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততোঽসৌ নাবমারুহ্য দৃষ্ট্বা রত্নাদি-পূরিতাম্॥
কৃপয়া সত্যদেবস্য যৎ ফলং বাঞ্ছিতং মম।
ইত্যুক্ত্বা স্বজনৈঃ সার্দ্ধং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি॥
হর্ষেণ মহতা সাধুঃ প্রয়াণম করোদ্বিজ।
নাবং সংযোজ্য বেগেন স্বদেশমগমত্তদা॥
ততো জামাতরং প্রাহ পশ্য বৎস পুরং মম।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস নিজবিত্তস্য রক্ষকম্॥
ততোঽসৌ নগরং গত্বা সাধুভার্য্যাং বিলোক্যচ।
উবাচ বাঞ্ছিতং বাক্যং নত্বা বদ্ধাঞ্জলিস্তদা॥
নিকটে নগরস্যৈব জামাত্রা সহিতো বণিক্।
আগতো বন্ধুবর্গৈশ্চ ধনৈর্ব্বহুবিধৈস্তথা॥
শ্রুত্বা দূতমুখাৎ বাক্যং মহাহর্ষযুতা সতী।
সত্যপূজাং ততঃ কৃত্বা প্রোবাচ তনুজাং প্রতি॥

ব্রজামি শীঘ্রমাগচ্ছ সাধু সন্দর্শনায় চ।
ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা ব্রতং কৃত্বা সমাপ্য চ॥
প্রসাদং সম্পরিত্যজ্য গতা সা চ পতিং প্রতি।
তেন রুষ্টঃ সত্যদেবো ভর্ত্তারং তরণীং তথা॥
সংহৃত্য চ ধনৈঃ সার্দ্ধং জলে তস্মিন্ সমর্পয়ৎ।
ততঃ কলাবতী কন্যা নালোক্য বণিজং পতিম্॥
শোকেন মহতা তত্র রুদন্তী চাপতদ্ভুবি।
দৃষ্ট্বা তথাবিধাং কন্যাং ন দৃষ্ট্বা তু পতিং তরীম্॥
ভীতেন মহতা সাধুঃ কি মাশ্চর্য্যমিদং মহৎ।
বিচিন্ত্যমানাস্তে সর্ব্বে বভূবুস্তরিবাহকাঃ॥
ততো লীলাবতী সাধ্বী দৃষ্ট্বা তদ্ বিহ্বলা সতী।
বিললাপাতিদুঃখেন ভর্ত্তারঞ্চেদমব্রবীৎ॥
ইদানীং নৌকয়া সার্দ্ধমদৃশ্যোঽভূদলক্ষিতম্।
ন জানে কেন দেবেন হেলয়া বাপহারিতম্॥
সত্য দেবস্য মাহাত্ম্যং কিং জ্ঞাতুং নহি শক্যতে।
ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ তত্রস্থা স্বজনৈঃ সহ॥
ততো লীলাবতী কন্যাং ক্রোড়ে কৃত্বা রুরোদ চ।
ততঃ কলাবতী কন্যা নষ্টো স্বামিনি দুঃখিতা॥
গৃহীত্বা পাদুকাং তস্য অনুগন্তুং মনো দধে।
কন্যায়াশ্চরিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যঃ সজনো বণিক্॥
অতিশোকেন সন্তপ্তশ্চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
হৃতো হি সত্যদেবেন জামাতা সত্যমায়য়া॥
সত্যপূজাং করিষ্যামি যথাবিভববিস্তরৈঃ।
ইতি সর্ব্বান সমাহূয় কথিতঞ্চ মনোরথম্॥

নত্বা চ দণ্ডবদ্ভূমৌ সত্যমেবং পুনঃ পুনঃ।
ততস্তুষ্টঃ সত্যদেবো গগনাদ্বণিজং প্রতি॥
জগাদ বচনঞ্চেদং নৈবেদ্যমবমন্য চ।
আগত্য স্বামিনং দ্রষ্টুমতোঽদৃশ্যোঽভবৎ প্রভুঃ॥
গৃহং গত্বা প্রসাদঞ্চ ভুক্ত্বা চায়াতু সা পুনঃ।
লব্ধভর্ত্তৃসুখা সাধো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ততশ্চ প্রাণদং বাক্যং শ্রুত্বা গগনমণ্ডলাৎ।
ক্ষিপ্রং তদা গৃহং গত্বা প্রসাদং প্রতিভুজ্যচ।
অপশ্যৎ পুনরাগত্য পতিং নাবং জনৈঃ সহ॥
ততঃ কলাবতী তুষ্টা জগাদ পিতরং প্রতি।
এহি তাত গৃহং যাহি বিলম্বং কুরুষে কথম্।
তচ্ছ্রুত্বা কন্যকাবাক্যং সন্তুষ্টোঽভূদ্বণিক্-সুতঃ॥
পূজনং সত্যদেবস্য কৃত্বা বিধিবিধানতঃ।
ধনৈর্বন্ধুজনৈঃ সার্দ্ধং জগাম নিজমন্দিরম্॥
পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং পূজাং কৃত্বা যথাবিধি।
ইহ লোকে সুখী ভূত্বা চান্তে সত্যপুরং যযৌ॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীসত্যনারায়ণ-কথায়াং বণিক্-সাধু-মোক্ষ-বর্ণনো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথ চান্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ।
আসীদ্বংশধ্বজো রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ॥
প্রসাদং সত্যদেবস্য ত্যক্ত্বা দুঃখমবাপ সঃ।
একদা স বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ মৃগান্॥

আগত্য বটমূলেচ দৃষ্ট্বা সত্যস্য পূজনম্ ।
গোপাঃ কুর্ব্বন্তি সন্তুষ্টা ভক্তিযুক্তাঃ সবান্ধবাঃ ॥
রাজা দৃষ্ট্বা তু দর্পেণ নাগতোন ননাম সঃ ।
ততো গোপগণাঃ সর্ব্বে প্রসাদান্ নৃপসন্নিধৌ ॥
সংস্থাপ্য পুনরাগত্য ভুক্ত্ব স্থিতা যথেপ্সিতম্ ।
ততঃ প্রসাদং সন্ত্যজ্য রাজা দুঃখমবাপ সঃ ॥
তস্য পুত্রশতং নষ্টং ধনধান্যাদিকঞ্চ যৎ ।
সত্যদেবেন তৎ সর্ব্বং নাশিতং মম নিশ্চিতম্ ॥
অতস্তত্রৈব গচ্ছামি যত্র দেবস্য পূজনম্ ।
মনসেতি বিনিশ্চিত্য যযৌ গোপালসন্নিধিম্ ॥
ততোঽসৌ সত্য দেবস্য পূজাং গোপগণৈ সহ ।
ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা চকার বিধিবন্নৃপঃ ॥
সত্যদেবপ্রসাদেন ধনপুত্রান্বিতোঽ ভবৎ ।
ইহলোকে সুখী ভূত্বা চান্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥
যইদং কুরুতে সত্যব্রতং পরমদুর্লভম্ ।
শৃণোতি চ কথাং পুণ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্ ॥
ধনধান্যাদিকং তস্য ভবেৎ সত্যপ্রসাদতঃ ।
দরিদ্রো লভতে বিত্তং বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ।
ঈপ্সিতঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা চান্তে সত্যপুরং ব্রজেৎ ॥
ইতি বঃ কথিতং বিপ্রাঃ সত্যনারায়ণব্রতম্ ।
যৎ কৃত্বা সর্ব্বদুঃখেভ্যো মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥
বিশেষতঃ কলিযুগে সত্যপূজা কথাফলম্ ।
সত্যনারায়ণং কেচিৎ সত্যদেবং তথাপরে ॥

নানারূপধরো ভূত্বা সর্ব্বেষামীপ্সিতপ্রদঃ।
ভবিষ্যতি কলৌ সত্যব্রতরূপী সনাতনঃ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণোতি মুনিসত্তমাঃ।
তস্য নশ্যন্তি পাপানি সত্যদেবপ্রসাদতঃ॥
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণকথা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ

মঙ্গলাচরণ

নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও
দেবী সরস্বতীকে প্রণাম
করিয়া জয়োচ্চারণ কর্ত্তব্য

সত্য-পথ

বা

সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা।

সূচনা।

শৌনকাদি মুণিগণ সূতে করি সম্ভাষণ
সুধালেন নৈমিষ কাননে,
ওহে বুধ দয়া করি কহ, কোন পথ ধরি
মুক্তি হয় সংসার-বন্ধনে" !
কলিযুগ সমাগত, জ্বলিতেছে অবিরত
রোগ শোক দারিদ্র্য-অনল,
মহাপাপে হয়ে রত সহিয়া যাতনা যত
বহু যোনি ভ্রমে জীব-দল।
সন্ধ্যা-কৃত্য সমাপনে অতঃপর মুণিগণে
কহিলেন সূত তপোধন
বেদ-ব্যাস মহামতি বলেছেন যে ভারতী
বিস্তারিয়া করিহে বর্ণন।

নারায়ণ ও নারদ।

নারদ মরতে আসি মানবের দুঃখ রাশি
একদিন করি দরশন
করিবারে অপনীত চিন্তা করি উপনীত
বিষ্ণুলোকে, যথা নারায়ণ,—
শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ
বনমালা বিভূষিত কায় ;
ঋষিকে সম্ভাষি হরি সুধান কি মনে করি
তপোধন আগত হেথায় !
দেবর্ষি কহেন তাঁয় দেখিলাম ভবে হায়
দীন দুঃখ হারি নিরঞ্জন
(আদি অন্ত মধ্যহীন গুণাতীত গুণহীন)
দয়াময় নর নির্যাতন।
রোগ শোক দরিদ্রতা নিয়ত বিরাজে তথা
ক্ষণমাত্র নাহি শান্তি লেশ,
প্রতিকার কিসে হয় হে দেব মহিমাময়
দাও দাসে হেন উপদেশ।
দেবর্ষির বাক্যে হরি কহিলেন চিন্তাকরি
শুন শুন ওহে তপোধন।
হইয়া সংযত মন যদি সত্য নারায়ণ
ব্রত করে, হয় নিবারণ।

হরির আদেশ শুনি কৃতাঞ্জলি করে মুণি
সুধালেন দেব শ্রীনিবাসে
কিবা ফল কি বিধান কৃতার্থ হে মতিমান্
উপদেশ দানে কর দাসে।
কহিলেন নারায়ণ হ'লে ব্রত-পরায়ণ
সর্ব্বত্রই জয় হবে তার।
ধন ধান্য বিবর্দ্ধন হীন ভাগ্য প্রশমন
শোক তাপ থাকিবেনা আর।
আটা চিনি ক্ষীর ঘৃত রম্ভা সহ একত্রিত
প্রতি দ্রব্য স-পাদ লইবে,
আটা চিনি নাহি মিলে শালী চূর্ণ গুড় দিলে
ব্রত সিদ্ধি অবশ্য হইবে।
স-পাদ নৈবেদ্য দিবে বন্ধুগণে আহ্বানিবে,
বিপ্রে করি দক্ষিণা প্রদান—
অবশেষে গৃহে যাবে ; ইহাতে মানব পাবে
কলি যুগে মুক্তির সোপান ;
আমায় ভকতি করি একান্ত অন্তরে স্মরি
নৃত্য গীত বাদ্যে হবে রত।
ব্রত কথা যে শুনিবে মহা সুখে সে রহিবে
তপোধন সংসারে সতত।

ভ্রমণ।

কাশীপুরে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ—
ভিক্ষা মাগি করিত সে জীবন যাপন।
একদিন সেই বিপ্র ভিক্ষার কারণ—
করিছে বিষণ্ণ মুখে সংসার ভ্রমণ ;
পরিধান ছিন্ন বস্ত্র শত গ্রন্থিময়
নিতান্ত মলিন—দেখে বিদরে হৃদয়—;
হাতে ছড়ি কাঁধে ঝুলি শিরে রুক্ষ-কেশ
ম্লান মুখ শীর্ণ কায় অস্থি চর্ম্ম শেষ।
বিপ্রের দুর্দ্দশা হেরি বিপ্র-প্রিয় হরি
সুধালেন তায় বৃদ্ধ বিপ্র-বেশ ধরি।
"কেন বিপ্র চিন্তাকুল বিষণ্ণ-বদন
কি কারণ কর তুমি সংসার ভ্রমণ!
কে তুমি কে তুমি তব কোথায় নিবাস
শুধিতে বাসনা করি, করহ প্রকাশ।"
শুনিয়া বৃদ্ধের কথা, কাঁদিতে কাঁদিতে
আরম্ভিল বিপ্র নিজ পরিচয় দিতে ;—
বিপ্র বলে কাশীপুরে বাস অভাগার
নিতান্ত দরিদ্র, মাত্র ভিক্ষা বৃত্তি সার ;
সারাদিন ভিক্ষা করি যাহা কিছু পাই
কোন রূপে তাহে আমি সংসার চালাই ;

নিরন্তর সহি এত দুঃখ নির্যাতন
তবুও নিষ্ঠুর বিধি রেখেছে জীবন।
আপনি পারেন কিছু করিতে বিধান
যাহাতে আমার দুঃখ হয় অবসান!
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি বিপ্র নীরবিল,
বৃদ্ধের অন্তরে তাতে দয়া উপজিল।
উপদেশ চ্ছলে বৃদ্ধ বলেন ব্রাহ্মণে
বিধির সমান দয়া ধনী ও নির্ধনে,
নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে জানিও নিশ্চয়
কেহ বা ভিখারী কেহ ধরা পতি হয়।
আত্মাকে ধিক্কার আর নিন্দা বিধাতার,
করে যেই, ওহে বিপ্র মহা পাপ তার।
সংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র পরীক্ষক হরি
উত্তীর্ণ যে হয় সেই পায় পদ-তরী;
নিরন্তর ভোগ করি দুঃখ নির্যাতন
বিচলিত কভু নাহি হয় যার মন,
নরকের সুবিশাল পথ দেখাইয়া
রিপুগণ অণুক্ষণ বেড়ায় ঘুরিয়া;
না পারে দহিতে তারা ভুলায়ে যাহায়
উজ্জ্বল আলোক মুগ্ধ পতঙ্গের প্রায়।
দুষ্প্রবৃত্তি-ঝড়ে যার এ ভব সংসারে
হৃদয়-তরণী খানি ডুবাতে না পারে।

নিদারুণ শোক তাপ সম্পদ বিপদে
সমর্পণ করে মন কেশবের পদে।
পরিহরি হিংসা দ্বেষ দম্ভ অভিমান,
শান্তির সরসী মাঝে রাজে-যার প্রাণ,
কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম করে প্রাণ পণে—
কিন্তু নাহি বদ্ধ হয় সংসার বন্ধনে ;
কু কর্ম্মেতে ঘৃণা যার নরকের প্রায়
ভবের পরীক্ষা দিয়া সুফল সে পায়।
আর এক কথা বিপ্র কর অবধান
চির দিন কভু নাহি যায় গো সমান ;
কালি যে ভূপতি ছিল স্বর্ণ সিংহাসনে
আজি সে ভিখারী বেশে ভ্রমে বনে বনে।
অন্নের জ্বালায় আজি অশ্রু ঝরে যার
কালি দেখ কত অশ্রু চরণে তাহার।
বায়ু-সন্তাড়িত নীরে তরঙ্গ যেমন
সেইরূপ অদৃষ্টের উত্থান পতন।
অতএব বিপ্র আমি অনুমান করি
অচিরে তোমার দুঃখ হরিবেন হরি।
অকারণ দুঃখ স্থান দিও নাক মনে
সত্য দেবতার পূজা কর সযতনে ;
ধন ধান্য হবে বহু সম্মান বিপুল
সংসার সাগরে তুমি পাইবেক কূল ;

অন্তিমেও মুক্তি লাভ হইবেক তায়
ওহে বিপ্র কহিলাম স্বরূপ তোমায়!
অতঃপর যে নিয়মে পূজাদিতে হয়
কহিলেন বৃদ্ধ তাহা বিপ্রে সমুদয়।

বিশ্বরূপ।

দেখে বিপ্র অকস্মাৎ শোভে তাঁর চারিহাত
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ ধরি,
বন-ফুল-মালা-গলে রবিকরে ঝল ঝলে,
ললাটে তিলোক শোভা মরি।
নবীন-নীরদ-কায় নিরুপম-জ্যোতি তায়,
রাকা-শশী, বাঁকা ভুনয়ন,
পরিধান পীতবাস মুখে মৃদু মৃদু হাস
বামে হেলা মুরলী-বদন।
শিখি-পাখা দোলে শিরে অনিল কম্পনে ধীরে
সৌদামিনী খেলিছে অধরে
মুক্তা সম দন্তরাশি; শারদ শশাঙ্ক আসি
হাসি চুমে চরণ নখরে।
মুহূর্ত্তেকে অন্যরূপ হেরে বিপ্র অপরূপ
"বিশ্বরূপ"—বিরাট মোহন,

নদ-নদী-সিন্ধু-সর ধরাধর নিরঝর
থরে থরে, অতি সুশোভন।
সুরাসুর, রুদ্র, রক্ষ গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ
সাধ্য, সিদ্ধ, অশ্বিনী-কুমার
বিরাট সে বপু মাঝে কত তরু-মরু রাজে
রবি শশী তারকার হার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতল অতল, সুতল, তল,
অনন্ত পাতাল, তলাতল,
গুঞ্জরিত অলিগণ মঞ্জুরিত কুঞ্জবন,
উৎসবের উৎস, কোলাহল।
ব্রাহ্মণ চকিত-ভীত, না জাগ্রত না নিদ্রিত
নাহি সাড়া নাহিক স্বপন,
অনিমিষ স্থির আঁখি অবাক হইয়া থাকি
ধ্যান যোগে মুদিল নয়ন।
অন্তরে স্মরিয়া হরি, কাতরে বিনয় করি
আঁখি মেলি দেখে পুনরায়
কেহ আর নাহি কাছে একাকী দাঁড়ায়ে আছে
একেবারে বিজন তথায়।

গৃহে গমন।

হেরিয়া ব্রাহ্মণ এই অদ্ভুত ঘটন
সবিস্ময়ে গৃহ-পানে করিল গমন।
অনিদ্রায় কাটি নিশী বিচলিত প্রাণে—
প্রভাতে চলিলে পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।
হরির চরণ স্মরি যেখানে যা চায়
তাঁহার মহিমা বলে সেখানে তা পায়;
অতঃপর গৃহে ফিরি, সহিত স্বজন
সত্য দেবতার পূজা করে সম্পাদন।
প্রসাদ পাইবে বলি বসিছিল যারা
হরিধ্বনী জয়ধ্বনী করিলেক তারা।
এইরূপে মাসে মাসে সংযত অন্তরে
বিহিত বিধানে বিপ্র দেব পূজা করে।
অতঃপর দিন দিন হরির কৃপায়
ব্রাহ্মণের নিদারুণ দুঃখ দূরে যায়;
স্বর্ণ অট্টালিকা হ'ল পর্ণ-গৃহ তার
স্বর্গের সমান হ'ল সুখের সংসার
অতুল সম্পদ হ'ল সম্মান বিপুল
রহিল না কোনরূপে কিছু অপ্রতুল।
বেষ্টিল স্বজন সখা দাস দাসী যত
বিহঙ্গম-সমাকুল পাদপের মত।

কাষ্ঠকেতু।

আর একদিন বিপ্র প্রফুল্লিত মনে
ভক্তি ভরে পূজা করে সত্য নারায়ণে;
সংখ্যাতীত নর নারী প্রসাদের আশে
কর যোড়ে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের বাসে।
হেন কালে কোন, এক শ্রান্ত কাষ্ঠভারে
কাষ্ঠকেতু, তৃষ্ণা হেতু উপনীত দ্বারে;
পূজা হেরি কাষ্ঠকেতু সুধায় ব্রাহ্মণে
পূজার. বিধান, ফল কহ অভাজনে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তার বিনীত বচন
কহিতে লাগিল তায় পূজা বিবরণ;
"ক্ষীর ঘৃত আটা চিনি করিয়া সংগ্রহ
মিশ্রিত করিবে পক্ক কদলীর সহ;
প্রতি দ্রব্য সোয়াপাদ লবে পরিমাণ
কহিলাম বৎস এই পূজা উপাদান।
আটা কিম্বা চিনি যদি না পার মিলাতে
গুড় কিম্বা শালী চূর্ণ দিবেক তাহাতে।
সপাদ সপাদ করি নৈবেদ্য কল্পিবে
স্বজন বান্ধবগণে ডাকিয়া আনিবে।
মিষ্টান্ন পাইবে যাহা সোয়া টাকা পণে
তাহাতেও হবে পূজা জেনে রাখ মনে;

সাধ্যমত পূজা, দ্রব্য, আসন, বসন
তীর চারি, পীঠ ছুরী, দিবে আলিপন ;
সোয়াপণ গুয়া পান লাগিবে পূজায়
পূজার বিধান এই কহিনু তোমায়।
মোকামে বসিয়া পূজা করি সমাপন
মাথায় করিয়া গৃহে করিও গমন।
হরি ধ্বনী, জয় ধ্বনী করি উচ্চরবে
প্রসাদ বণ্টন শেষে করিবেক সবে।
পূজকে করিয়া তুমি দক্ষিণা প্রদান
ভক্তি ভরে করিবেক নৃত্য বাদ্য গান ;
পূজা দিতে নাহি স্থান কালের নির্দ্দেশ
পূজা দিলে হবে তব কুশল অশেষ।
ইহ লোকে লভিবেক সম্পদ সম্মান,
অন্তিমেও পাবে তুমি হরিপদে স্থান।
প্রসাদ গ্রহণ করি, করি জল পান,
প্রণমিয়া কাষ্ঠকেতু করিল প্রস্থান।
অতঃপর ঘুরি ঘুরি নগরে নগরে
বিক্রয় করিয়া কাষ্ঠ দুনা লাভ করে ;—
ক্রয় করি উপাদান পূজার বিহিত
ভক্তি ভরে পূজা করে স্বজন সহিত ;
পূজা করি এইরূপে সত্য দেবতার
ধন পুত্র মোক্ষ লাভ হইলেক তার।

সিন্ধু-তীর।

উল্কামুখ নামে এক ধরিত্রী ভূষণ,
জিতেন্দ্রিয় সত্য প্রিয় ধর্ম্ম-পরায়ণ,
সঙ্গে লয়ে সিন্ধু তীরে পুত্র-পরিবার
গিয়াছেন পূজা তরে সত্য দেবতার ;
হেন কালে কোন এক সুবিখ্যাত ধনী
বাণিজ্য করিতে যায় সাজায়ে তরণী,
সুমধুর গীত বাদ্য করিয়া শ্রবণ
উৎসব হেরিতে সাধু করিল গমন।
উপনীত হ'য়ে তথা রাজেন্দ্র সকাশে—
গল বস্ত্রে দাঁড়াইল দরশন আশে।
সাধুকে হেরিয়া রাজা করি সম্ভাষণ
বসিবার তরে দেন সুযোগ্য আসন ;
সবিনয়ে সদাগর সুধায় তাঁহায়
এ পূজার কিবা ফল বলুন আমায় !
শুনিয়া সাধুর কথা ধরণী ভূষণ
পূজার বিধান ফল করেন বর্ণন।
"অপুত্রের পুত্র লাভ, বন্দীর মোচন
বিপন্ন পায় হে ত্রাণ. ধন হীনেধন।
যে কামনা করি নর পূজে সে চরণ
ইষ্টলাভে তুষ্ট সাধু হয় তার মন।"

"অপুত্রের পুত্র" এই সুমধুর ধ্বনি
শুনিয়া সাধুর প্রাণ নাচিল অমনি।
সানন্দে কহিল সাধু রাজেন্দ্র সকাশে,
আকুল হৃদয় মম, সন্তানের আশে;
কুমারী অথবা যদি জনমে কুমার,
কৃতার্থ হইবে তাহে অন্তর আমার!
সত্যদেবে পূজা দিব লভিলে সন্তান
গাহিল সহস্র কণ্ঠে "হরিগুণ" গান।

গৃহ যাত্রা।

ফিরিলেক গৃহে সাধু, ভাসাইয়া তরী;
জায়া তার লীলাবতী কিছু কালে গর্ব্ভবতী
হইলেক, হ'ল কন্যা পরম-সুন্দরী।
বণিকের আনন্দের সীমা নাই তায়,
ধনরত্ন বিতরণ করিলেক অগণন
কল্প-তরু-সম যেন হইল ধরায়।
দিন দিন বাড়ে কন্যা শশি-কলা-প্রায়
অতুলিত রূপে তার বিনাশিল অন্ধকার
কলাবতী নাম তাই দিল দুহিতায়।
পূজা মেনেছিল সাধু সন্তানের তরে,
লীলাবতী প্রতিদিন শুধিতে দেবের ঋণ
সকাতরে বারে বারে কহে সদাগরে।

কন্যার বিবাহকালে পূজা দিব দেবে
কহে সাধু, শুন সতি, কেন হে চঞ্চল-মতি
কেন তুমি দিন রাতি সারা হও ভেবে ?
নিরুপম বর পেয়ে কাঞ্চন নগরে
সম্প্রদান করি তায় সদাগর, দুহিতায়
জামাতা সহিত রাখে আপনার ঘরে।
ধনমদে আত্মহারা—মত্ত সদাগর,
পাশরিয়া দেবতায় পূজা নাহি দিল হায়
দয়াশূন্য দয়াময় তাই তার পর।
বাণিজ্যের তরে পরে জামাতা সহিত
বহু-পণ্য তরী-ভরি বহু দেশ পরিহরি
চন্দ্রকেতু নৃপতির দেশে উপনীত।
অকস্মাৎ সেই দিন রাজার অন্দরে
গভীর নিশীথে আসি অসংখ্য রতন রাশি
গোপনে হরণ হায় করেছে তস্করে।
পিছু পিছু রাজদূতে করি দরশন
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে বণিকের সন্নিধানে
ফেলিয়া ছুটিল চোর অপহৃত ধন।
সাধুর সমুখে দূত হেরি সেই ধন
জামাতা সহিত তায় তখনি ধরিয়া হায়
"চোর চোর" বলি করে নিগড় বন্ধন।

রাজ-সভা।

চন্দ্রকেতু নৃপতির সভা নিরুপম
যার শোভা মন-লোভা স্বরগের সম।
উপবিষ্ট ধরাপতি স্বর্ণ-সিংহাসনে
বেষ্টিত স্বজন-সখা-পারিষদগণে ;
হেনকালে সভাতলে জামাতা সহিত
ম্লানমুখে বন্দী সেই সাধু উপনীত।
দুজনার হাতে পায়ে কঠিন শৃঙ্খল
চৌদিকে বেষ্টিত সব রক্ষকের দল ;
মাঝে মাঝে কেহ কেহ করিছে প্রহার
যাতনায় তাহাদের ঝরে অশ্রুধার।
রাজার যতেক ধন চুরি হ'য়েছিল
সাধুদের কাছে তাহা সকলি মিলিল।
চোর হেরি ধরাপতি সক্রোধ অন্তরে
কহিলেন বন্দী রাখ বিচারের তরে।
নিয়ত থাকুক বাঁধা রাজ-কারাগারে
ইহাদের যত ধন আনহ ভাণ্ডারে।
করিলে ভূপতি এই কঠোর আদেশ
কারাগারে দুই জনা করিল প্রবেশ ;
চোর ধরি সে দূতের সুযশ রটিল,
বহু ধন আভরণ পুরস্কার হ'ল।

———

কলাবতী।

কাশীপুর-বাসী সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ
সত্য দেবে পূজি করে প্রসাদ বণ্টন।
সাধু-সূতা কলাবতী ক্ষুধায় কাতর অতি
আঁখি-জলে বুক ভাসে মলিন বদন
দীর্ঘশ্বাস অবিরাম বহে ঘন ঘন।

প্রসাদ লইয়া কন্যা কহে ধীরে ধীরে
এ কি পূজা কিবা ফল কহ অভাগীরে।
শুনি সে কাতর স্বর কহিলেক বিপ্রবর
অরে বাছা পূজা এই, সত্য নারায়ণ;
অপুত্র লভয়ে পুত্র ধন-হীন ধন॥

বন্ধনে থাকিলে হয় বন্দীর মোচন
দেবের আদেশ ইহা না হয় খণ্ডন;
সঙ্কটে পড়িলে হরি দেন জীবে পদতরী;
পূজার বিধান শেষে করিলে বর্ণন
সানন্দে চলিল বালা বন্দিয়া চরণ।

লীলাবতী।

বাণিজ্য করিতে সাধু গেছে পরবাসে
আর না আসিল ফিরি আপন আবাসে

খরচের তরে ঘুরে ছিল যত ধন
তস্করে সমস্ত তাহা করেছে হরণ।
নিরুপায় হয়ে হায় উদরের তরে
অবশেষে সাধু-জায়া ফিরে ঘরে ঘরে।
আধি ব্যাধি সঙ্গে সঙ্গে আছে অনিবার
কোন মতে নাহি হয় প্রতিকার তার ;
অবিরত দাস দাসী সেবিত যাহায়
একাকিনী সেই আজি পড়িয়া ধরায়,
স্বর্ণময়ীপুরী তার, হয়েছে এখন
ঊর্ণনাভ মূষিকের আবাস-ভবন।
কাঁদিতে কাঁদিতে আর নাহি অশ্রুধার
ভগ্ন কণ্ঠ, নাহি আর শক্তি কাঁদিবার।
সদা মনে কোথা গেল কি হইল হায়
শেষ চিন্তা বালিকার "কি হবে উপায় !"

পূজা।

বিপ্রের আলয় ছাড়ি নিশি যোগে তাড়াতাড়ি
কলাবতী ফিরিলেক ঘরে,
লীলাবতী মাতা তার করে কত তিরস্কার
অকলঙ্কে কলঙ্কের ডরে।

শুনিয়া মায়ের কথা দুহিতা পাইল ব্যথা—
আঁখি-নীরে ভরিল নয়ন,
অতঃপর মৃদুভাষে বসিয়া মায়ের পাশে
দেব-লীলা করিল বর্ণন।
শুনি সেই বিবরণ কাঁপিল মায়ের মন
পূর্ব্ব কথা মানসে উদয়,
পূজা মানি দেবতার সাধু নাহি দিল আর
নিরদয় তাই দয়াময়।
পোহাইলে বিভাবরী স্বজন আহ্বান করি
পূজি সতী সত্য নারায়ণ—
মাগে যোড় করি কর ফিরিবারে সদাগর
সঙ্গে লয়ে জামাতা রতন।

স্বপ্ন।

চন্দ্রকেতু নৃপতির অন্দর মহল
শোভিতেছে বহুবিধ আলোক উজ্জ্বল ;
স্থানে স্থানে মরকত পান্না অগণন
নক্ষত্র-খচিত যেন নির্ম্মল গগন।
মাতা-পুত্র-সুতা-জায়া-দাস-দাসী যত
সঙ্গে রাজা রাজপুরে সুখে নিদ্রাগত।
অকস্মাৎ নিশা শেষে নৃপতি ভূষণ
বালকের মত হায় করেন ক্রন্দন।

অবস হইল তাঁর সর্ব্ব কলেবর
বসিলেন ধরা-পরে ধরার ঈশ্বর।
শুনি সেই আর্ত্তনাদ মহিষী তাঁহার
সুধালেন কি কারণ করেন চীৎকার।
কহিলেন রাজা—“শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরতি
স্বপনের বেশে মোরে কহেন ভারতী
ধার্ম্মিক বণিক, মোর ভক্ত এক জন
জামাতা সহিত আসি বাণিজ্য কারণ
চোর বাদে বন্দী আছে তব কারাগারে
অবিলম্বে নৃপবর ছেড়ে দাও তারে।
যত ধন রাজা তার করেছ হরণ
দ্বিগুণ করিয়া তাহা করিও অর্পণ।
লঙ্ঘন করিলে তুমি আমার আদেশ
সবংশে দেখাব তোমা শমনের দেশ।”
নিশা শেষে দেখি এই ভীষণ স্বপন;
আর না হইল তাঁর নিদ্রা আকর্ষণ।
স্বপনের বিবরণ শুনি রাজ-রাণী
আকুল হইল প্রাণ জড় সড় বাণী।
নাচিলেক মহিষীর আঁখি বামেতর
বাম অঙ্গ ভূপতির কাঁপে থর থর,
উল্কাপাত বজ্রাঘাত নক্ষত্র পতন,
সভয়ে উভয়ে যেন করেন দর্শন।

প্রবল চিন্তার স্রোত লাগিল বহিতে
নির্ঝরের সম স্বেদ লাগিল ঝরিতে।
কহিলেন,—রাণী কালি ছাড় সদাগরে
কালসর্প মহারাজ রাখিও না ঘরে।

মুক্তি।

বন্দী বেশে সদাগর থাকি কারাবাসে
অবিরাম যাতনায় দুঃখ-নীরে ভাসে;
দিন যায় রাত্রি আসে প্রভাত আবার
কত কাল গেল যেন সংখ্যা নাহি তার!
বাণিজ্যের তরে তার প্রবাস গমন
চোর অপবাদে ধৃত বন্দী-নিপীড়ন
অকারণ কারাবাস সম্পদ হরণ
স্বপনের মত সব হতেছে স্মরণ;
অবশেষে বনিতার, দুহিতার মুখ
মনে করি বণিকের ভেঙ্গে গেল বুক।
পোহাইল বিভাবরী উদিল তপন
অকস্মাৎ কারাদ্বার হ'ল উন্মোচন,
সম্মুখে হেরিয়া দূতে দারুণ চিন্তায়
কাঁপিতে লাগিল সাধু বট-পত্র প্রায়,

কহিলেক দূত—করি বন্ধন মোচন—
ভূপতির অনুমতি চল মহাজন ;
এইবার সদাগর হ'ল জ্ঞানহারা,
বহিতে লাগিল বক্ষে বরিষার ধারা,
শীর্ণ কলেবর তাহে গুরু-চিন্তা ভার
ঘন ঘন অবশতা হতেছে সঞ্চার,
কভু বসে ভূমি-তলে কভু বৃক্ষমূলে
মনে ভাবি লয়ে যায় চড়াইতে শূলে।
শঙ্কাতুর মনে শেষে জামাতা সহিত
রাজার সমীপে গিয়া হ'ল উপনীত ;
সসম্ভ্রমে ভূপতিরে করি প্রণিপাত
গলবস্ত্রে দাঁড়াইল জোড় করি হাত ;
পরিধান জীর্ণবস্ত্র শিরে জটাভার
কারাবাস যাতনায় অস্থিচর্ম্ম সার।
আজানু লম্বিত শ্মশ্রু তিতে অশ্রু ঝরে'
দুই হাত শূল সম সুদীর্ঘ নখরে,
অনশনে কলেবর অবসন্ন প্রায়
ভূপতির মুখপানে অনিমিখে চায়,
শূলভয়ে কাঁপে সাধু, স্বপ্নভয়ে রাজা,
বধ্যভূমে উপনীতা কাঁপে যথা অজা
বণিকের দীন মূর্ত্তি হেরি ধরাপতি
ক্ষৌর হেতু নাপিতেরে দেন অনুমতি।

স্নান করি পরাইয়া সুন্দর বসন
উভয়ে দিলেন আজ্ঞা দিতে আভরণ।
রুষ্ট ভূপতির এই শিষ্ট আচরণে
সন্তুষ্ট তাঁহায় সাধু ভাবি মনে মনে,
ধরাপতি পানে চাহি বিনীত-বচনে
কহিতে লাগিল কথা সজল-নয়নে
এসেছিনু মহারাজ বাণিজ্যের আশে
চোর বাদে রহিলাম বন্দী কারাবাসে,
ধরাপতি এইরূপ দয়াহীন হ'লে
কার মুখ চেয়ে প্রভো বাঁচিবে সকলে ?
দিতে যদি অনুমতি শূলে তুলে দিতে
তা হ'লেত এ যাতনা হ'তনা সহিতে !
অভাগার এই দশা করেছ রাজন
বনিতা-দুহিতা শোকে দহিছে জীবন ;
ম'রে থাকে তারা যদি এদারুণ শোকে
নারী-হন্তা রাজা তোমা বলিবেক লোকে !
ক্রূরমতি কৌরবের গৌরব-তপন
ভেবে দেখ মহারাজ ছিল কতক্ষণ ;
জরাসন্ধ, কংস, বেণ করি অত্যাচার
অচিরাৎ হইলেক সমূলে সংহার।
চির স্থির নহে নীর এ জীবন-নদে
বুঝিতে না পারি নর মত্ত হয় মদে।"

শুনিয়া সাধুর কথা স্মরিয়া স্বপন
ঘোর অনুতাপে দহে নৃপতির মন ;
নির্দ্দোষের নির্য্যাতন দুঃখ কারাবাস,
অপবাদ অপমান অভিশাপ ত্রাস
একে একে ভূপতির উপজিয়া মনে
দহিতে লাগিল প্রাণ বিষের দহনে।
মধুর বচনে রাজা করিয়া বিনয়
কহিলেন,—"শান্ত হও সাধু মহাশয়
অন্তঃপুরে হ'ল মোর চুরি ভয়ঙ্কর
সন্ধানে ছুটিল দূত ধরিতে তস্কর।
তোমাদের কাছে পেলে ধন রত্ন মোর
ধরিয়া আনিল তাই মনে ভাবি চোর।
ক্রোধে হ'য়ে আত্মহারা আদেশিনু তারে
বিচারের তরে তোমা বন্দী রাখিবারে।
এখন জেনেছি আমি নাহিক সংশয়
চোর নহ সাধু তুমি সাধু সদাশয়।
জীবের অদৃষ্ট-ফল কে খণ্ডিতে পারে
সম্পদ-বিপদ সব ঘুরে চক্রাকারে।
রাজা হয় নিরাশ্রয় ভিখারী ভূপতি
অবিরত দেখ সাধু জগতের গতি।
নির্ব্বাসিত পাণ্ডু-সুত রাজ্য-চ্যুত নল
সূত-পুত্র আদি তার আদর্শ উজ্জ্বল ;

কর্ম্মফলে সাধু যাহা লেখা আছে যার
কোন মতে নাহি হয় প্রতিকার তার।
তোমাদের ভাগ্য ফলে ছিল কারাগার
ওহে সাধু আমি শুধু নিমিত্ত তাহার।
সমূলে বিনষ্ট হ'ল দুষ্ট দশানন
কর্ম্মসূত্র দেখ তার মৈথিলী-হরণ.
বিপুল সগর-কুল হইল সংহার
কপিলের অভিশাপ উপলক্ষ তার।
বিজ্ঞতম সাধু তোমা কি বুঝাব বলি
কালপূর্ণ হ'ল, এবে দেশে যাও চলি।"
শুনিয়া রাজার এই প্রবোধ বচন
করযোড়ে সাধু পুনঃ করে নিবেদন।
"দেশে গেলে সবে যবে সুধাবে আমায়
ওহে সাধু এতকাল ছিলে হে কোথায়?
গৃহে ফিরি আসিয়াছ কত ধন ল'য়ে
কিরূপ করিলে লাভ পণ্য বিনিময়ে?
কেমনে কহিব আমি ধর্ম্ম অবতার
বিপণি আমার ছিল রাজ-কারাগার?
পণ্য-বিনিময়ে লাভ হয়েছে বন্ধন,
অপবাদ অপমান দুঃখ নির্য্যাতন।
ধন রত্ন লভিয়াছি নয়নের জল
পুরস্কার পাইয়াছি কঠিন শৃঙ্খল;

অতএব মহারাজ থাকি এই দেশে
যাবত জীবন মোরা কাঙালের বেশে।
শুনিয়া সাধুর এই করুণ বচন
নীরবে করেন রাজা অশ্রু বরিষণ।
প্রাণ যেন চায় ক্ষমা বণিকের কাছে
নিদারুণ স্বপ্ন-ভয় অপযশ পাছে।—
সাধুর যতেক ধন রাজকোষে ছিল
দ্বিগুণিত করি তাহা অর্পণ করিল ;
বিদায় করিলে দোঁহে প্রিয় সম্ভাষণে
করিলেক যাত্রা সাধু নিজ নিকেতনে।

স্বদেশ যাত্রা।

মঙ্গল আচারি, বিপ্রে ধন দান করি
রত্নরাশি লয়ে সাধু ভাসাইল তরী।
বহুদিন পরে সাধু যাবে নিজঘরে
ভাসিতে লাগিল প্রাণ সুখের সাগরে ;
উৎসাহে উঠিছে বুক নাচিয়া নাচিয়া
স্বরগের সুখ পাবে স্বদেশে যাইয়া ;
ঘন ঘন বাহে দাঁড় দামামা বাজায়
প্রবল-পবন-বেগে তরী চলে যায়।

অর্দ্ধ পথে গেলে তরী তীরে দাঁড়াইয়া
সন্ন্যাসীর বেশে হরি সুধান আসিয়া
কোথা হ'তে এলে সাধু যাবেহে কোথায়
কোন্ কোন্ দ্রব্য তব বোঝাই নৌকায় ?
সন্ন্যাসীর কথা শুনি কহে মহাজন
লতা-পাতা-ভরা তরী শুধু তপোধন !
বঞ্চনা করিল তাঁয় দুষ্ট সদাগর
বুঝিয়া অন্তরযামী হ'লেন অন্তর।
ক্ষণপরে সদাগর মুখ ফিরে চায়
দেখে শুধু লতা পাতা তরী ভরা হায়।

আক্ষেপ।

লতা পাতা নেহারিয়া কাঁদে শিরে হাত দিয়া
জ্ঞানহারা হয়ে মহাজন,
কহিছে আকুল মনে দুঃখময় এ জীবনে
আর কত সহে নির্য্যাতন।
দাঁড়ী মাঝি হতজ্ঞান নাহি মুখে শারীগান
ঘুচে গেছে আনন্দের মেলা
সাধুর জামাতা কয় কিছু নয় মহাশয়
এ সকল সন্ন্যাসীর খেলা।

অন্তর্যামী ছদ্মবেশে বিদ্রূপ শুনিয়া এসে
বিড়ম্বনা হল আরবার
চল যাই ত্বরা করি তাঁহার চরণ ধরি
করিবেন তিনি প্রতিকার।

ক্ষমা ভিক্ষা।

দ্রুত গিয়া সন্ন্যাসীর ধরিয়া চরণ
কহিতে লাগিল সাধু করিয়া ক্রন্দন।
নদীতীরে তুমি বাপ সুধালে আমায়
অপলাপ করেছিনু না চিনিয়া হায়;
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে মহামতি
তোমা বিনা নাহি আর অভাগার গতি।
বাণিজ্য করিতে প্রভো আমি পরবাসে
চোর বাদে রহিলাম বন্দী কারাবাসে।
আদেশিল ধরাপতি বহুকাল পরে
আমার সামগ্রী সহ ফিরে যেতে ঘরে।
দেশে যাব বড় আশে ভরসা বাঁধিয়া,
লতা-পাতা হেরি মোর দহিতেছে হিয়া;
বনিতা-দুহিতা-শোকে বুক ফেটে যায়
দয়া করি দয়াময় বাঁচাও আমায়!

অভয় প্রদান।

ক্রন্দন শ্রবণ করি ভকত বৎসল হরি
করিলেন উপদেশ দান,
কাঁদিও না মহাজন পূজ সত্য নারায়ণ
তাহে হবে তোমার কল্যাণ।
সন্তান কামনা করে' সিন্ধুতীরে সকাতরে
পূজা মেনে সত্য দেবতার
তাহা তুমি পাশরিয়া বাণিজ্য করিতে গিয়া
রাজদণ্ড হ'ল "কারাগার"।
তোমার দুহিতা-দারা —কাঁদিয়া আপন হারা
ভক্তি করি পূজিল আমারে,
বিভাবরী হ'লে শেষ ভূপতিকে স্বপ্নাদেশ
করিলাম তোমা ছাড়িবারে।
সুধালেম নদীকূলে চেয়ে দেখে মুখ তুলে
প্রবঞ্চনা করিলে ঘৃণায়
বিপদ ঘটিল বলে, ভাসিছ নয়ন জলে
নিদারুণ মর্ম্মবেদনায়।
লজ্জা ভয় উপজিয়া সাধুর কাঁপিল হিয়া
পূজা দিতে মানস করিল,
প্রণমিতে সদাগর পুনঃ হয়ে অগ্রসর
সন্ন্যাসীরে আর না দেখিল।

নদীতীরে দেখে আসি তরী ভরা রত্ন রাশি
প্রেম জলে ভরিল নয়ন,
সত্য দেবে পূজা করি সানন্দে ভাসালে তরী
আর বার সাধু মহাজন।
কিছুকাল বেয়ে তরী বহু দেশ পরিহরি
নিজ গৃহ করি দরশন
অঙ্গুলি সঙ্কেতে হায় কহিলেক জামাতায়
ঐ দেখ আমার ভবন।
নিজ ঘাটে উত্তরিয়া দূত দিল পাঠাইয়া
জানাইতে কুশল জায়ায়
দ্রুতপদে দূতগিয়া কুশল বারতা দিয়া
প্রণিপাত করিল তাহায়।
পূজা দিতে অনুমতি, করি দুহিতার প্রতি
ঘাটে ছুটে সাধুর রমণী,
সাধু-সূতা পূজা করি সুপ্রসাদ পরি হরি
নদী তীরে ছুটিল অমনি।

আক্ষেপ।

ঘাটে গিয়া সাধু-জায়া করে দরশন
ডুবেছে তরণী সহ জামাতা রতন।
হেরিয়া সতীর নাহি বাহ্য জ্ঞান হায়
নাহি সাড়া নাহি শব্দ মূর্চ্ছিত ধরায়

বহু দিন পরে সাধু আসিয়াছে ঘরে
বহু লোক আসিয়াছে দেখিবার তরে ;
বহু ধন আনিয়াছে সংবাদ রটিল
বহু আশা করি সব যাচক ছুটিল,
অবশেষে শুনি সবে করে হাহাকার
ডুবেছে তরণী সহ জামাতা তাহার।
সাধুর দুহিতা, শোকে হল জ্ঞান হারা
বহিতে লাগিল বক্ষে বরিষার ধারা ;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কভু লুঠায় ধূলায়
কভু উঠে ছুটে যায় উন্মাদিনী প্রায় ;
খুলিতে লাগিল সব চিকুর-বন্ধন
ছিন্ন ভিন্ন করিলেক অঙ্গের বসন।
স্বামীর পাদুকা লয়ে ডুবিবারে যায়
ধরাধরি করি সবে রাখিলেক তায়।
আলু থালু কেশ-পাশ আভরণ যত
পড়িয়া রহিল, ছিন্ন লতিকার মত।
আত্মহারা হয়ে হায় শোকে সদাগর
কেশবের আরাধনা করে অতঃপর।
"তুমি দেব ব্যাপ্ত আছ বিশ্ব চরাচরে
তব তত্ত্ব দীন-সত্ত্ব কি বুঝিবে নরে ?
জলে-স্থলে-শূন্যে তুমি অনিলে অনলে
তব নামাঙ্কিত সব পত্র-পুষ্প-ফলে ;

গীত-যন্ত্রে আছ তুমি মুকুন্দ মুরারি
বাঁশরীর স্বরে আছ ওহে বংশীধারি !
ভ্রমর-ঝঙ্কারে আছ পাখীর কুজনে
সুধাময় হাসি মাখা শিশুর বদনে।
দামিনীর অট্টহাসে মেঘের গর্জ্জনে
তোমার মহিমা নাথ অনন্ত গগনে।
নানা স্থানে আছ তুমি নানারূপ ধরি
নির্ব্বিকার দেখায়েছ জগন্নাথে হরি।
ভারতে পুরাণে বেদে তব গুণগান
তন্ত্রে, মন্ত্রে, অন্তর্য্যামি তব জপধ্যান।
তোমা বিনা নাহি কিছু আছে হে জগতে
তোমার মহিমা লেখা পরতে পরতে।
অগণন গ্রহগণ গগন-মণ্ডলে
তোমারি নিদেশে নিত্য ভ্রমে কুতূহলে।
কোথা হে করুণাসিন্ধু অধম তারণ
নিজগুণে এ নির্গুণে দাও দরশন !
পাণ্ডবের সখা তুমি কুরু কুলান্তক
দয়া কর দর্পহারি লজ্জা নিবারক।
কুমতিরচ্ছলে জীব মহাপাপ করি
কাতরে ডাকিলে সব ভুলে যাও হরি !
রত্নাকর অজামিল হইলেক পার
পেয়ে তব পদ-তরী এ ভব-সংসার।

হিরণ্য কশিপু ছিল বিদ্বেষী তোমার
অরিরূপে স্মরি তোমা পাইল নিস্তার।
দুর্ব্বলের বল তুমি দরিদ্রের ধন
চিরকাল জানে সবে ওহে নারায়ণ!
বিপদে পড়িয়া ধ্রুব ডাকিল তোমায়
পদাশ্রয় দিলে তুমি তখনি তাহায়।
তব পদ-রজ পেয়ে ওহে চক্রপাণি
পরিত্রাণ পেলে সেই অহল্যা পাষাণী।
আমি কিগো এত পাপী এত দুরাচার
ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ করিলে আমার?
শুনিয়া সাধুর এই মধুর স্তবন
অনুকূল, প্রতিকূল দেব নিরঞ্জন!
অন্তরীক্ষে অন্তর্য্যামি কহিলেন তায়
প্রসাদ ফেলেছে তব কন্যা অবজ্ঞায়।
ভক্তি করি তুলি পুনঃ খাইবে যখন
তরণী সহিত পাবে স্বামী দরশন।
জলদ-গম্ভীর স্বরে হ'লে এই ধ্বনী
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে বিদ্যুৎ-বরণী।

বিস্ময়।

আবাসে যাইয়া দেবের প্রসাদ
লইয়া আপন করে,
বিপুল পুলকে বণিক দুহিতা
খাইল আনন্দ ভরে।
দেখিতে দেখিতে সাধুর জামাতা
উঠিল সহিত তরী,
এ ভব-সংসারে কি ভয় তাহার
সহায় যাহার হরি!
অবসান হ'ল জীবনের যত
শোক, তাপ, পাপ, দুঃখ,
ধরায় লভিল বণিক তনয়
বিপুল স্বরগ-সুখ।

রাজা বংশধ্বজ।

গহন কাননে মৃগ অন্বেষণে
বংশধ্বজ ধরাপতি
অনুচর সহ ভ্রমি অহরহ
হইলেন শ্রান্ত অতি।
সঙ্গীগণে ভূলে' বসি বৃক্ষমূলে
করিছেন ক্লান্তি নাশ

তথা গোপগণ সত্য-নারায়ণ
পূজা করে পূরি আশ।
অভিমান ভরে রাজা নিজ-করে
প্রসাদ না লয়ে তার,
পুত্র একশত হইলেক হত
রাজ্য গেল ছারে খার।
মরে পুত্রগণ কিসের কারণ
ভাবিয়া ভূপতি ভোর,
করিয়া কি পাপ পাইনু এ তাপ
কেন হেন হ'ল মোর।
গোপালকগণ শুনি বিবরণ
রাজার সমীপে যায়
কহে ভেবে ভেবে তুচ্ছ করি দেবে
হেন সর্ব্বনাশ হায়।
পূজিলে কেশবে দুঃখ দূর হবে
নাহিক সংশয় তার
বিপদ ভঞ্জন দেব নিরঞ্জন
অখিল সংসার সার।
শুনি, গোপগণে সম্ভাষি যতনে
সত্যদেবে পূজা করি
হারা-পুত্র-ধন করি দরশন
গাইলেন "হরি হরি"।

ফলশ্রুতি।

সত্যনারায়ণ ব্রত করে যেই জন
কিম্বা তাঁর ব্রত কথা যে করে শ্রবণ,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হইবেক তার
কলিতে প্রশস্ত পথ মুক্তি লভিবার।
দরিদ্রের বিত্ত লাভ, বন্দীর মোচন,
নির্ভয় অবশ্য হয় ভয়-ভীত-জন ;
শঙ্কটে পড়িলে দেব করেন উদ্ধার
রোগ শোক দরিদ্রতা নাহি থাকে তার।
অপুত্রের পুত্র হয় তাঁহায় পূজিলে
সফল সকল আশা কামনা করিলে ;
হরির চরণ-তরী পেয়েছে যে জন
সংসার-অর্ণবে তার না হয় পতন।
হরিকে স্মরিতে যেই পারে একবার
রবি-সূত ভয় কভু নাহি থাকে তার।
আঁধার হৃদয়ে হরি উজ্জ্বল আলোক
হতাশ্বাস হৃদয়ের বিপুল পুলক।
সংসার মরুতে হরি ছায়া-তরু-তল,
সন্তাপিত অন্তরের সুখ নিরমল :
সাঙ্গ হ'লে প্রবাসের মিছা ধূলাখেলা
পারে যেতে লাগিবেক হরিপদ ভেলা।

সম্পূর্ণ!

গান। (কীর্ত্তন)

জয় সত্য নারায়ণ বল আমার মন।
সেই রূপ-সাগরে ধীরে ধীরে হওরে নিমগন্।
রতন মঞ্জীর কিবা চরণে সিঞ্জন
যেন কোকনদ মধুমদে ভ্রমর গুঞ্জন।
তাড়িত জিনি জড়িত অঙ্গে সুপীত বসন
ভূবন ভুলানরূপ অনঙ্গমোহন।
সেই নবনী নধর অঙ্গে
কত শরত চাঁদের মাধুরী মাথান নবনী নধর অঙ্গে।
কত সুবর্ণ রতন ভূষণ শোভন নবনী নধর অঙ্গে
(মন ভুলে যায়) সেরূপ হেরে মন ভুলে যায়।
(আহামরি মন ভুলে যায়)
বিষয় বিষের বিষ দূরে যায় সঙ্গে
কণ্ঠে কানন কুসুম মালা ছলিছেরে,
মুনি মনমোহন ঠামে বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে
(চেয়ে দেখ দেখিবে) রূপ লীলা লাবণ্য তরঙ্গে
অধরে বাজিছে বাঁশী বাজে বাঁশী লইয়ে
শ্রীমুখের হাসি,
নীল নীরধর-নিভ নীলমণি নিধি,
কোটি কামকান্তি দিয়ে গড়িল বিধি,
সেই রূপামৃত পানে আজ জুড়াল হৃদি
সবারই হৃদয়ে আছেন সত্য নারায়ণ
যে দেখতে জানে সেইত দেখে জুড়ায় প্রাণ মন॥

প্রশংসা পত্র।

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত মহাশয় প্রণীত সত্য-পথ বা সত্য-নারায়ণের ব্রত আমি পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। দত্ত মহাশয় সুকবি; ইতিপূর্ব্বে তাঁহার আরও কতিপয় পদ্য শুনিয়াছি। এই সত্য-পথের কবিতাগুলিও বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। বাজারে সত্য নারায়ণের অনেক পুস্তক প্রচলিত আছে; দত্ত মহাশয়ের পুস্তক তাহার অনেকগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার সহিত রেবাখণ্ড ও পূজাপদ্ধতি থাকায় আরও অধিক সুবিধা হইয়াছে। ইতি—

সংস্কৃত কলেজ
২৩।৭।১৭ } শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

হৃষীকেশ বাবুর সত্য-পথ বা সত্য-নারায়ণের ব্রত-কথার পাণ্ডুলিপি দেখিলাম। আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও উদ্দেশ্য ও বিষয়-গৌরবের তুলনায় উহা সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইবার যোগ্য হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর যত [illegible] পুস্তক [illegible] সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার কা[illegible] পুস্তকে বিস্তৃত পূজা ও [illegible] আদরের হইয়াছে।

যশোহরের হিন্দু-পত্রি[illegible] কবিবরের কবিতার যে উদা[illegible]

পত্রিকায় তাঁহার যে কয়টি কবিতা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার কবিত্ব-প্রভা যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারেই বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। এই পুস্তক সর্ব্বত্রই সমাদৃত হয়, ইহাই প্রার্থনা। অলমতি সন ১৩২২ সাল ১২ ফাল্গুন।

কুমীরা সারস্বত-পল্লী
(খুলনা)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশারদ।

এই পুস্তক ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স; ১।২ নং অপার চিৎপুর রোড শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেনের দোকান এবং গ্রাম আড়ংপাড়া পোঃ সাগরদাঁড়ী (যশোর) গ্রন্থকারের বাটীতে পাওয়া যায়।